হাসিনা-খালেদাসহ আ'লীগ ও বিএনপির ১০ নেতা অসুস্থ
কারাগারে চিকিৎসার অভাব হলে সরকার দায় এড়াতে পারবে না

ইনকিলাব রিপোর্ট : দেশের শীর্ষ দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াসহ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ১০ নেতা কারাগারের গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের বিদেশে পাঠানোর দাবী বিভিন্ন মহল থেকে ওঠেছে। বন্দী অবস্থায় এ গুরুতর অসুস্থদের তালিকায় আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে রয়েছে দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর। এরা রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে প্রিজন সেলে রয়েছেন। বিএনপির অসুস্থ নেতারা হলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার ড. মোশাররফ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান এম তরিকুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) হান্নান শাহ, খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠপুত্র আরাফাত রহমান কেকো এবং সাবেক স্বারাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। এদের বারডেম আবার কেউ বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের প্রিজন সেলে রয়েছেন। গুরুতর অসুস্থ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত চিকিৎসা নিয়ে সরকার দোটানায় ভুগছে। সরকারের একটি অংশ মনে করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো উচিত। বন্দী অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার অভাবে আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে সরকার তার দায় এড়াতে পারবে না। এ কারণে তারা শেখ হাসিনাকে বিদেশে পাঠানোর পক্ষে। কিন্তু কারা আইনে হাজতি বা কয়েদিকে বিদেশে পাঠানোর কোনো বিধান নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট মহলটি এ উদ্যোগ নিয়ে খুব জোরেশোরে এগুতে পারছে না। অপর অংশ মনে করে, দেশেই শেখ হাসিনার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা সম্ভব। দেশের যেকোনো আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা যেতে পারে। গত সোমবার চিকিৎসকরা শেখ হাসিনাকে দেখে অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর সুপারিশ করেছেন। অবশ্য সরকার এখানো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রয়োজনে তারা শেখ হাসিনার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করবেন। তবে তারা এ ব্যাপারে এখানো কোন সিদ্ধান্ত নেননি। অসুস্থতার কারণে গতকাল (মঙ্গলবার) শেখ হাসিনাকে বিশেষ আদালতে হাজির করা সম্ভব হয়নি। মামলার বিবাদী শেখ সেলিমকে একা আদালতে হাজির করা হয়। তবে কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থা এখন ভাল। তার রক্তচাপের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। গতকাল (মঙ্গলবার) শেখ হাসিনার প্রেসার ১২০/৮০ ছিল বলে ডিআইজি (প্রিজন) শামসুল হায়দার ছিদ্দিকী জানিয়েছেন। এদিকে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান শেখ হাসিনাকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীরাও সরকারের কাছে একই দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসুস্থতায় ভুগছেন। তিনি উচ্চ রক্তচাপ, কানের ব্যথা, কিডনি সমস্যা, চোখের সংক্রমক ও অনিদ্রাসহ বেশ কয়েকটি সমস্যায় ভুগছেন। এ কারণে গত কয়েক দিনে তার চার থেকে পাঁচ কেজি ওজন কমেছে। সংসদ ভবনের বিশেষ কারাগারে বন্দী শেখ হাসিনার কানের চিকিৎসার জন্য মাসদুয়েক আগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রাণ গোপাল দত্ত গিয়ে চিকিৎসা দিয়েছেন। কিন্তু ঠাণ্ডাজনিত কারণে শেখ হাসিনা এখন প্রায়ই কানে ব্যথা অনুভব করেন। তার রাতে ঘুম হচ্ছে না। কানের ব্যথার পাশাপাশি তার বাতের ব্যথাও বেড়ে গেছে। চোখের সংক্রমক মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তার চোখের পারিবারিক চিকিৎসক অধ্যাপক মোদাচ্ছের আলী মাঝে একবার বিশেষ কারাগারে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে দেখে এসেছেন। গত সোমবার বিশেষ আদালতের কাঠগড়ায় শেখ হাসিনার অসুস্থ হওয়ার পর অধ্যাপক মোদাচ্ছের আলী বিশেষ কারাগারে গিয়ে দ্বিতীয় বার তার কান দেখে ব্যবস্থাপত্র দেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ আবদুল্লাহ। তিনিও শেখ হাসিনার উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা করেছেন। জানা গেছে, শেখ হাসিনার প্রেসার গত দুদিনে বারবার উঠানামা করছে। এ নিয়ে চিকিৎসকরা শংকিত। তারা জানান, এমন অবস্থা হলে উচ্চ রক্তচাপে রোগীর স্ট্রোক করার আশঙ্কা থাকে। গত সোমবার আজম জে চৌধুরীর মামলার চার্জ গঠনের শুনানি চলাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ এজলাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিচারক তাকে দ্রুত বিশেষ জেলে পাঠিয়ে চিকিৎসার নির্দেশ দেন। পরে কারা কর্তৃপক্ষ বিশেষ কারাগারে তিনজন চিকিৎসক পাঠিয়ে তার চিকিৎসা করিয়েছেন। সোমবার যতক্ষণ শেখ হাসিনা আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন তার

বেশীর ভাগ সময়ই তিনি অসুস্থবোধ করেন এবং চেয়ারে বসে সময় কাটান। দুপুর ২টা ৫০ মিনিট থেকে বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। রাতে প্রায় এক ঘণ্টা আইজি (প্রিজন) ও ডিআইজি (প্রিজন) শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। ডিআইজি (প্রিজন) শামসুল হায়দার ছিদ্দিকী গতকাল ইনকিলাবকে জানান, দেশের যেকোনো স্থানে চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনাকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। প্রয়োজনে তার চিকিৎসার জন্য আমরা মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করতে প্রস্তুত। তিনি জানান, আবদুল জলিলের মতো শেখ হাসিনা দেশের যেকোনো হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে চাইলেও আমরা রাজি আছি। এ প্রস্তাব বেশ আগেই শেখ হাসিনাকে দেখা হয়েছে। তিনি জানান, শেখ হাসিনার চিকিৎসার জন্য বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। এজন্য তাকে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে হবে কিন্তু তিনি তা যেতে চান না। এদিকে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক মোদ্দাচ্ছের আলী জানিয়েছেন, বিদেশে শেখ হাসিনার চিকিৎসা হয়েছে। এখন সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর যে অবস্থা তাতে বিদেশে চিকিৎসা করানোই সবচেয়ে ভাল এবং সরকারের জন্য সমীচীন হবে। তিনি জানান, শেখ হাসিনার উচ্চ রক্তচাপ, চোখের সংক্রমক, কানের ব্যথা, গাইনি সমস্যাসহ বিভিন্ন জটিল সমস্যায় ভুগছেন। অতি সত্বর তার উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। অপরদিকে আওয়ামী লীগের তিন শীর্ষ নেতা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। এরা হলেন- আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর। জলিল ল্যাবএইড হাসপাতালে এবং অপর দুই নেতা বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপতালের প্রিজন সেলে রয়েছেন। জানা গেছে, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও ১৪ দলের সমন্বয়ক আবদুল জলিলের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। জলিল দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, কিডনি, বাত, চোখের সমস্যা ও ডায়বেটিক রোগে ভুগছেন। তিনি একবার বাইপাস সার্জারিও করিয়েছেন। বর্তমানে তার কিডনি সমস্যা এতোই জটিল আকার ধারণ করেছে যে ইতিমধ্যে তিনি একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। বাত বেড়ে যাওয়ায় হাঁটাচলাও করতে পারছেন না। একাধিক চিকিৎসক তাকে অবিলম্বে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। জলিল ভারত ও সিঙ্গাপুরে তার কিডনিসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করাতেন। সাবেক মন্ত্রী শেখ সেলিম পাইলস, ব্লাড প্রেসার, আলসার, দাঁত, চোখ ও হার্নিয়ার জটিল রোগে আক্রান্ত। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে অনিদ্রা। সম্প্রতি তার হার্নিয়া অপারেশন করা হয়। কিন্তু অপারেশনের জায়গায় ব্যথা কমছে না বলে তিনি চিকিৎসকদের জানিয়েছেন। বর্তমানে তিনি নিউরো সার্জারি বিভাগে ভর্তি রয়েছেন। গ্রেফতার হওয়ার পর আশংকাজনকভাবে তার ওজন কমে গেছে। শেখ সেলিম রাশিয়া এবং লন্ডনে তার চিকিৎসা করতেন। মাঝে আলসারের চিকিৎসার জন্য তিনি একবার ব্যাংকে যান। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় তিনি গ্রেনেডের স্পিন্টারবিদ্ধ হন। শীতের কারণে এ স্পিন্টারের ব্যথাও বেড়ে গেছে।

খালেদা জিয়াসহ কারাগারে অসুস্থ

নেতাদের চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ দলের বেশক'জন কারান্তরীণ সাবেক মন্ত্রী-এমপি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের কাউকে কাউকে নামমাত্র চিকিৎসা দেয়া হলেও প্রয়োজনীয় সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা হচ্ছে না। অনেকের অবস্থা আশংকাজনক। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্যে জরুরি ভিত্তিতে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সে ব্যবস্থাও করছে না কারা কর্তৃপক্ষ। বিএনপিসহ কারাবন্দী এসব রাজনৈতিক নেতার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবী জানিয়েছেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাসহ কারাবন্দী জাতীয় নেতাদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে যাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো প্রয়োজন তাদের কালক্ষেপণ না করে অবিলম্বে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিদেশে পাঠানো উচিত। বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, যুগ্ম-মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান, দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শাহজাহান, ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক রিজভী আহমেদ, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এ কে এম মহিউদ্দিন খান মোহন, সাবেক মহিলা এমপি সাইমুন বেগমসহ দল ও অংগ-সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গতকাল ইনকিলাবের সঙ্গে আলাপকালে এ দাবী জানান। এর মধ্যে নজরুল ইসলাম খান বলেন, কারাবন্দী নেতৃবৃন্দের পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিনই বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে কারান্তরীণ অসুস্থ নেতৃবৃন্দের চিকিৎসায় কর্তৃপক্ষের অবহেলার অভিযোগ আনছেন। অসুস্থ কারাবন্দী

নেতাদের জরুরিভিত্তিতে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা দরকার। যাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা বিদেশে পাঠানোর জন্য 'রিকুমেন্ড' করেছেন তাদের কালবিলম্ব না করে অবিলম্বে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিদেশে পাঠানো উচিত। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, দলের ভাইস-চেয়ারম্যান এম তরিকুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র আরাফাত রহমান কোকোসহ অনেক রাজবন্দীকেই জরুরি চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা। কিন্তু তাদের বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে কর্তপক্ষ গড়িমসি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি আরও জানান, বিশেষ কারাগারে অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ারও সুচিকিৎসা হচ্ছে না। তার চিকিৎসায় যথেষ্ট অবহেলা করা হচ্ছে। এ ছাড়াও বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর অবস্থা আশংকাজনক। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) হান্নান শাহ, সাবেক মন্ত্রী এম তরিকুল ইসলাম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ অনেকেই বন্দী অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের কাউকেই সুচিকিৎসা দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে আরাফাত রহমান কোকোর শারীরিক অবস্থা শংকাজনক অবস্থায় রয়েছে। কোকোর শারীরিক অবস্থা এতই খারাপ যে, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাকে রিমান্ডে নিতে পারছে না। অথচ তার সুচিকিৎসা দূরের কথা ন্যূনতম চিকিৎসাটা পর্যন্তও নিশ্চিত করা হচ্ছে না। বিএনপি নেতৃবৃন্দ কারাগারে অসুস্থ রাজনৈতিক নেতাদের চিকিৎসায় অবহেলার বিষয়টিকে স্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেন।